11 June 2011

National Press Club, Dhaka

Press Briefing

Dear Journalists from Print and Electronic Media,

On behalf of the Ministry of Labour and Employment (MOLE) of the Government of the People's Republic of Bangladesh, I welcome you to this Press Conference being held on the eve of the World Day Against Child Labour (WDACL) 2011.

Tomorrow, 12 June, the 10th World Day Against Child Labour will be observed in Bangladesh, as elsewhere in the world, under the theme **"WARNING! Children in hazardous work-End child labour".**

It is my great pleasure to share with you that this year the WDACL being observed under the leadership of the Ministry of Labour and Employment in collaboration with the Ministry of Women and Children Affairs, Ministry of Primary and Mass Education, International Labour Organization (ILO), UNICEF, Save the Children, Manusher Jonno Foundation, Bangladesh Shishu Adhikar Forum and Together with Working Children. This joint initiative indicates that the relevant key stakeholders are brought together in the fight against child labour, especially the worst forms of child labour in Bangladesh.

As you are aware, there are 3.2 million children aged between 5-17 years are considered as child labourers according to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS 2003) and around 1.3 million children involved in hazardous work, out of which 91 percent of them are boys (BBS 2005).

The Government of Bangladesh is committed to eliminate child labour, especially its hazardous and worst forms, and has taken series of initiatives over the years. These include enacting the Labour Act 2006; adoption the National Child Labour Elimination Policy in March 2010, which restricts employment of any child aged less than 14 year to work in any occupation or establishment, and any adolescent, aged less than 18 year, for any hazardous work; adopting the National Education Policy in December 2010, which extends free and compulsory primary education till grade VIII; mainstreaming child labour issues into national development plans and relevant regulations such as the draft sixth national five year plan and Dhaka City Corporation's Trade License regulatory mechanism; implementation of various programmes and projects at different levels by the Ministry of Labour and Employment, Ministry of Women and Children Affairs, Ministry of Social Welfare, Ministry of Primary and Mass Education and other concerned stakeholders.

Some of the ongoing initiatives taken by the Ministry of Labour and Employment, through technical and financial assistance of ILO, include finalizing the list of hazardous works for children, which is now awaiting approval by the Tripartite Technical Committee (TTC), developing a Child Labour Information Management System (CLMIS), hosting a child labour website (www.clu-mole.gov.bd), establishment a permanent Child Labour Unit in MoLE and strengthening its capacity, organizing the national awareness campaign on child labour and its relevant issues, and promoting and strengthening coordinating with partner ministries and agencies in formulation the National Plan of Action for Implementing the National Child Labour Elimination Policy through an Inter-Agencies Working Group.

Dear Journalists,

We all know that child labour is a very complex issue and it is therefore concerted efforts and actions by all relevant public and private sector stakeholders are essential. We have acknowledged that despite various efforts made by the Government and stakeholders concerned, it is very unlikely that we will be able to eliminate all forms of child labour from Bangladesh. However, the Government is committed to address the worst and hazardous forms of child labour by 2016.

Dear Journalists,

On behalf of MOLE, I would like to reaffirm the people of the country through media that the Government of Bangladesh, through the Ministry of Labour and Employment which is a focal Ministry on Child Labour, has already started to implement and is committed to those working strategies and main strategic pillars highlighted in the National Child Labour Elimination Policy 2010 and other relevant policies, rules and regulations in collaboration with other government ministries and stakeholders.

I would like to request all concerned stakeholder to continue their technical and financial assistance and to work closely with the concerned ministries in addressing the problems of child labour in Bangladesh.

Finally, I would like to call upon all concerned institutions and people at large to come forward and to join our commitments towards eliminating child labour in Bangladesh within the given time-frame.

Thank you all.

Abdur Razzaque
Joint Secretary (Labour)
Ministry of Labour and Employment
Government of the People's Republic of Bangladesh

১১ জুন ২০১১
জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

প্রেস ব্রিফিং

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম থেকে আগত প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০১১ উদযাপনের প্রাক্কালে আয়োজিত আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি।

আগামীকাল ১২ জুন বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দশম বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে উদযাপিত হবে। দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় **“বিপদ সংকেত ! শিশুরা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, আসুন শিশুশ্রম নিরসন করি।”**

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ইউনিসেফ, সেভ দি চিলড্রেন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম এবং শিশুদের জন্য আমরা এর সাথে যৌথভাবে এবছরে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপিত হচ্ছে। এ ধরনের যৌথ উদ্যোগ এটাই প্রমাণ করে যে, শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহ একত্রিত হয়েছে।

আপনারা জানেন জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরীপ ২০০৩ অনুসারে বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩২ লক্ষ। তন্মধ্যে ১৩ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত।

বাংলাদেশ সরকার শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনে সংকল্পবদ্ধ এবং বিগত বছরগুলিতে নানা উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন ২০০৬ প্রণয়ন, জাতীয় শিশুশ্রম নীতি ২০১০ প্রণয়ন (যেখানে ১৪ বছর বয়সের নীচে শিশুদের যেকোন ধরনের কাজে নিয়োগ এবং ১৮ বছর বয়সের নীচে কিশোর-কিশোরীদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে), জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন (নতুন শিক্ষানীতিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেনী পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে), জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় (ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) শিশু শ্রমের

বিষয়টি অন্তর্ভূক্তকরন, আইনী নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা (যেমন: ঢাকা সিটি করপোরেশন কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্সে শিশুশ্রম সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা) এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নানাবিধ প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

আইএলও'র কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে চলমান উদ্যোগসমূহের মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা চূড়ান্তকরণ (যা বর্তমানে ত্রিপক্ষীয় টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান), চাইল্ড লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, শিশুশ্রম সম্পর্কিত ওয়েব সাইট ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে (http://clu-mole.gov.bd/) শিশুশ্রম ইউনিটকে মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থায়ীকরন, শিশুশ্রম বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা এবং জাতীয় শিশুশ্রম নীতি ২০১০ বাস্তবায়নে আন্ত:সংস্থা ওয়ার্কিং গ্রুপ এর মাধমে একটি ন্যাশনাল পান অব এ্যাকশন তৈরী করা।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ.

আমরা সবাই জানি শিশুশ্রম একটি জটিল বিষয় এবং এজন্য প্রয়োজন সংশিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত প্রয়াস। আমরা স্বীকার করছি যে, আমাদের অনেক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন বাংলাদেশ থেকে শিশু শ্রম চিরতরে নির্মূল করতে হলে। যদিও বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সনের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাইকে পুন:নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, জাতীয় শিশুশ্রম নীতি ২০১০ ও অন্যান্য নীতিমালায় উলেখিত সব ধরনের কর্মসূচী ও কর্মকৌশল বাস্তবায়নে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিতভাবে আমরা ইতিমধ্যেই ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহন করেছি।

সংশিষ্ট সকল উন্নয়ন অংশীদারগণকে আমি অনুরোধ করছি তারা যেন তাদের কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখেন বাংলাদেশ থেকে শিশুশ্রম নির্মূলের লক্ষ্যে।

সবশেষে, আমি সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এবং বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে শিশুশ্রম চিরতরে নির্মূল করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন।

সবাইকে ধন্যবাদ

আব্দুর রাজ্জাক
যুগ্ম সচিব (শ্রম)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার